ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 150 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৫০ ● কলকাতা ● ২০ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

'সম্মান বাঁচাতে' ফিরহাদ হাকিমকে পদত্যাগে সম্মতি মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান ফিরহাদ হাকিম। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি আগেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই আবেদনই শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর পর মেয়রের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি।

সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরসভায় কাজ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল বলে দাবি করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রশাসনিক নানা জটিলতা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিকবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছিল বলে মনে করছিলেন তিনি। সেই কারণেই তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছেয় সম্মতি জানিয়েছেন দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানান, "ফিরহাদ হাকিম আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বারবার ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। শেষের দিন আমিও ছিলাম, আমার সঙ্গেও কথা হয়। শেষে আমাদের দলনেত্রী সবদিক বিবেচনা করে এই ইস্তফার ব্যাপারে সম্মতি দেন। কারণ তিনি চাননি, ফিরহাদ হাকিমের কোনও অমর্যাদা হোক। তাই তাঁর সম্মান রক্ষার্থে তাঁকে মেয়র পদ থেকে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 309

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুতত্ত্ব সর্বদা প্রকৃতিতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করেন আর প্রকৃতি থেকে গৃহীত অনুভূতির সুপ্ত (ভিতরের) জ্ঞান, সজীব জ্ঞান গ্রহণ করেন আর প্রকৃতির এই বহুমূল্য সম্পদকে নিজের স্বভাবের কারণে জনতার মধ্যে বিতরণ করেন। এই বিতরণ করবার স্বভাবের জন্যই প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জ এঁর কাছে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে। **ক্রমশঃ**

প্ল্যাটিনামআরএক্স এর ব্যবহারকারী সংখ্যা 10 লক্ষ ছাড়িয়েছে, ঔষধের বিলে ভারতীয়দের 128 কোটিরও বেশি টাকা সাশ্রয় হয়েছে

কলকাতা, 2026: সাশ্রয়ী মূল্যের ব্র্যান্ডেড-জেনেরিক ওষুধের জন্য ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটিনামআরএক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এটি দেশজুড়ে 10 লক্ষ স্বতন্ত্র রোগীকে পরিষেবা প্রদান করেছে এবং উন্নত মানের জেনেরিক বিকল্পের সহজলভ্যতার মাধ্যমে এর ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 128 কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করেছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের জন্য প্রতি মাসে 2,000 থেকে 5,000 টাকার ওষুধের বিল কোনো ব্যতিক্রম নয়। এটি একটি নীরব, অবিরাম বোঝা, যা 70 কোটিরও বেশি মানুষকে ওষুধের ডোজ বাদ দিতে, রিফিল নিতে দেরি করতে, অথবা নীরবে ওষুধ ছাড়াই থাকতে বাধ্য করে। এই হিসাবটা বদলানোর জন্যই প্ল্যাটিনামআরএক্স তৈরি করা হয়েছে।

এই প্ল্যাটফর্মটি প্রতিটি ওষুধের জন্য একটি করে নির্ভরযোগ্য জেনেরিক বিকল্প প্রদান করে, যা স্বনামধন্য ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই বিকল্প ওষুধগুলোর রাসায়নিক গঠন ব্র্যান্ডেড ওষুধগুলোর মতোই; এগুলো লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্টদের দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং সমগ্র ভারত জুড়ে 20,000 -এরও বেশি পিন কোডে পৌঁছে দেওয়া হয়। মেট্রো শহরগুলিতে একদিনে ডেলিভারি। অন্য সব জায়গায় এক থেকে তিন দিন। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রোগীরা গুণমান বা সুরক্ষার সাথে কোনো আপোস না করেই তাদের মাসিক ওষুধের বিলে 50-60% সাশ্রয় করছেন।

আর 'জেড ক্যাটেগরি' পাবেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! নিরাপত্তায় কাটছাঁট করল রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সফল অধিনায়ক এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার । সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর নিরাপত্তার স্তর 'জেড' থেকে কমিয়ে 'ওয়াই' ক্যাটেগরিতে আনা হয়েছে ।ক্রিকেট প্রশাসন, জনজীবন এবং সামাজিক পরিসরে দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত আগামী দিনে আরও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের জন্ম দেয় কি না, সেদিকেও নজর থাকবে। সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি।

এই সিদ্ধান্তের ফলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা বলয়ে থাকা পুলিশকর্মীর সংখ্যা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে সৌরভের নিরাপত্তা 'জেড ক্যাটেগরি'তে উন্নীত করা হয়েছিল। সেই সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন প্রায় ৮ থেকে ১০ জন পুলিশকর্মী। শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তাই নয়, তাঁর বাসভবনের নিরাপত্তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

সেই সময় রাজ্যের শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম ছিল 'জেড প্লাস' ক্যাটেগরি। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্তরের নিরাপত্তা পেতেন। অন্যদিকে কলকাতার মেয়র ও প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের জন্য ছিল 'জেড ক্যাটেগরি' নিরাপত্তা। তবে পুলিশ সূত্রের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে কাগজে-কলমে 'জেড ক্যাটেগরি' বজায় থাকলেও সৌরভের নিরাপত্তা বলয়ে কর্মীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমানো হয়েছিল। সর্বশেষ

এরপর ৩ পাতায়

সরকারকে সরাসরি সমস্যার কথা জানাতে চান? চালু নতুন হেল্পলাইন, রইল ফোন নম্বর-ইমেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার ক্ষেত্রেও নতুন ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রহণের সরকারি ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এতদিন যে পরিষেবা 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন' নামে পরিচিত ছিল, সেটিই এবার নতুন নাম নিয়ে মানুষের সামনে এল।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পরই বলেছিলেন, "আমি নই, আমরা।"সেই দর্শনকে সামনে রেখেই কর্মসূচির নতুন নাম রাখা হয়েছে "আপনার সরকার আপনার পাশে"। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটির সূচনা করেন তিনি। এর ফলে রাজ্যের বাসিন্দারা সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৮২৮২০৮২৮২০ নম্বরে ফোন করে নাগরিকরা বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা, অভিযোগ বা প্রয়োজনের কথা জানাতে পারবেন। এই পরিষেবা চালু থাকবে সপ্তাহে ছয় দিন। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হেল্পলাইনে যোগাযোগের সুযোগ মিলবে। ফোনের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও অভিযোগ জানানোর

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

আর 'জেড ক্যাটেগরি' পাবেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! নিরাপত্তায় কাটছাঁট করল রাজ্য সরকার

পর্যালোচনার পর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নিরাপত্তার স্তর এক ধাপ নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সালের মে মাসের আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 'ওয়াই ক্যাটেগরি' নিরাপত্তাই পেতেন। এই ব্যবস্থায় সাধারণত তিন থেকে চার জন নিরাপত্তাকর্মী দায়িত্বে থাকেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন সশস্ত্র পুলিশকর্মীও থাকেন। সেই সময় কলকাতা পুলিশের বিশেষ শাখার তিন জন সদস্য নিয়মিত তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতেন।

রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন নীতি গ্রহণ করে সরকার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছিল, প্রকৃত নিরাপত্তা ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শুধুমাত্র পদ বা পরিচয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বহাল রাখা হবে না।

সেই নীতির আওতায় প্রথম দফায় একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা পুনর্বিবেচনা করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়। পরে আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতা এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও যুক্ত হল নিরাপত্তা তালিকায়। প্রশাসনের দাবি, নিয়মিত নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়াব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা স্তর কমানো নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নেত্রী মমতাই পরামর্শদাতা! অভিষেকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, নতুন তৃণমূলের বার্তায় বাড়ল রাজনৈতিক চাপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নজিরবিহীন পরিস্থিতি। বিধানসভায় নতুন পরিষদীয় ব্লক গঠনের দাবি তুলে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করার পর এবার নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কেরা। তাঁদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁদের নেত্রী থাকবেন। তবে বিধানসভার এই নতুন পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিক বৈঠকে নতুন পরিষদীয় দলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীরা জানান, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক মেন্টর বা প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবেই দেখতে চান। দলীয় আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে তাঁদের কোনও দ্বিধা নেই বলেও দাবি করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী আখরুজ্জামান বলেন, "আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁর

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

'সম্মান বাঁচাতে' ফিরহাদ হাকিমকে পদত্যাগে সম্মতি মমতার

ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।"

বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তত্ত্বাবধানে হওয়া প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক বিধায়ক। সেই তালিকায় ছিলেন কুণাল ঘোষও। সেই বৈঠক সম্পর্কে তিনি অবগত করে বলেন, "সেখানেও আলোচনা হয়েছে যে, কলকাতা পুরসভায় কাজ করা যাচ্ছে না। ফলে কমিশনার বিধায়কদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করবে। এক্ষেত্রে সম্মানজনক প্রস্থান চেয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। তাই এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বুধবারই তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮ বিধায়কের সমর্থনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। এক কথায়, তৃণমূল আড়াআড়ি দুই ভাগ হয়ে গেছে। আর এদিনই এবার রাজ্যে দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল। বাংলার রাজনৈতিক মহলে ঝড় ওঠা হয়তো তখনও বাকি ছিল। এই ঘটনার কিছু পরেই সামনে আসে ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে এই তথ্য।

প্রসঙ্গত, ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কেএমসি-র প্রথম সংখ্যালঘু মেয়র হয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। ২০১৮ সালের নভেম্বরে রাজ্যের তৎকালীন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কলকাতার মেয়র হন। তার পর ২০২১ সালে দ্বিতীয় বার মেয়রের আসনে বসেন কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কলকাতার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। প্রায় আট বছর মন্ত্রিত্ব এবং মেয়র পদ সমানতালে সামলানোর পর বুধবার আচমকা ইস্তফা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

(২ পাতার পর)

সরকারকে সরাসরি সমস্যার কথা জানাতে চান? চালু নতুন হেল্পলাইন, রইল ফোন নম্বর-ইমেল

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোনও নাগরিক চাইলে asap@wb.gov.in ই-মেল ঠিকানায় নিজের বক্তব্য বা সমস্যার বিবরণ পাঠাতে পারবেন। শুধু নামেই নয়, পরিষেবার যোগাযোগ নম্বরেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন সরকারের অধীনে নতুন নম্বর এবং নতুন পরিচয়ে শুরু হল এই জনমুখী উদ্যোগ। রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে নতুন বার্তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে, এই পদক্ষেপ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট- নাগরিকের সমস্যার সমাধান কোনও এক ব্যক্তির দায়িত্ব নয়, বরং গোটা প্রশাসনের দায়। আর সেই ভাবনাকেই প্রতিফলিত করছে 'আপনার সরকার আপনার পাশে' কর্মসূচির নতুন পরিচয়।

সম্পাদকীয়

কুয়েতে নজিরবিহীন হামলা: চরম আতঙ্কে জিসিসি দেশগুলো

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে কুয়েতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঘটনা উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে চালানো হামলা শুধু কুয়েতের নিরাপত্তার জন্যই নয়, বরং পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলের বেসামরিক বিমান চলাচল ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা।

নিরাপত্তা পর্যবেক্ষকদের ভাষ্যানুযায়ী, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এটিই সবচেয়ে তীব্র, দ্রুতগতির এবং সমন্বিত হামলার ঘটনা। শুধু বর্তমান যুদ্ধবিরতির সময়কাল নয়, আগের যুদ্ধবিরতির পরও এত বড় মাত্রার হামলা দেখা যায়নি।

তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে কুয়েতে ব্যাপক হামলা চালানো হয়েছিল। এবারও একইভাবে কুয়েতকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। হামলায় ইরান থেকে কুয়েতের দিকে ১৩টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১৭টি ড্রোন নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হামলার ধরন ও ব্যবহৃত অস্ত্রের সংখ্যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংঘাতের শুরুর দিকে দেখা হামলাগুলোর সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে শুধু কুয়েত নয়, পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা কাঠামো নিয়েই নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কুয়েত বিমানবন্দরকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ উপসাগরীয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলো বিশ্বব্যাপী বিমান যোগাযোগ ও বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের হামলা বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর কার্যক্রমেও প্রভাব ফেলতে পারে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের ধারণা, উপসাগরীয় অঞ্চলের সব দেশ এখন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশেষ করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বিমান সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সগুলো আগামী ২৪ ঘণ্টাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে।

তাদের মতে, কুয়েতে হামলার পর সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন ও ওমানসহ উপসাগরীয় দেশগুলো তাদের বিমানবন্দর নিরাপত্তা এবং আকাশসীমা পর্যবেক্ষণ আরও জোরদার করতে পারে।

পর্যবেক্ষকরা সতর্ক করে বলেছেন, যদি এই ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে তা শুধু সামরিক উত্তেজনাই বাড়াবে না, বরং উপসাগরীয় অঞ্চলের বিমান পরিবহন, জ্বালানি বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট নতুন এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের দিকে এগোচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঁচিশতম পর্ব)

পারো, তাহলে তারা তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবে।"

আশার মোম জ্বলে উঠলো বেহুলার চোখে, মনে, সারা চেতনায়। সে স্বর্গে গেলো। দেবতারা ব'সে আছে তাদের সামনে বেজে উঠলো বেহুলা, বেজে উঠলো তার পায়ের নূপুর। বেহুলার নাচে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারদিক, তার নূপুরের ধ্বনিতে ভ'রে গেলো স্বর্গলোক। বেহুলার নৃত্যে এক অসাধারণ ছন্দ। মুগ্ধ হল দেবতারা। তারা বেহুলাকে বর প্রার্থনা করতে বললো। সে তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলো। মহাদেব রাজি হলো তাতে।মনসা এসে বললো,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পশ্চিমবঙ্গে সব কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল কংগ্রেস, বড় সংকট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দলীয় কাঠামোতে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যের সব কমিটি ও সহযোগী সংগঠন ভেঙে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস জানায়, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দলটি জানিয়েছে, সংগঠনের সব স্তরের কার্যক্রম, কাঠামো ও দায়িত্ব বণ্টন নতুন করে পর্যালোচনা করা হবে। এরপর ধাপে ধাপে নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

এই সংকটের সূত্রপাত হয়েছে দুই নেতাকে বহিষ্কারের পর। বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে দলবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। এর ঠিক পরদিনই এই দুইজন দাবি করেন, ৮০ সদস্যের তৃণমূল বিধায়ক দলের মধ্যে ৬০ জন

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ সব কিছুর দায় সন্ধ্যার ওপর চাপিয়ে তাঁকে একদিন লাথি মারেন তিনি। সেই রাগে শনিকে খোঁড়া হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন সন্ধ্যা। এই ঘটনার কথা জেনে হতবাক হয়ে যান সূর্য। মা-কে লাথি মারার জন্য শনির ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেও বেশি অবাক হন সন্ধ্যার ভূমিকায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইতি! অবসরের ঘোষণা প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চার দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলার পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনেকটাই নীরব ছিলেন। এবার প্রকাশ্যে জানালেন, মানুষের রায় মেনে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চান। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বেরও প্রশংসা শোনা গেল তাঁর মুখে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর রাজনৈতিক মঞ্চে প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্নেহাশিস। এরপর তিন বার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া থেকে মন্ত্রিত্ব— রাজনীতির দীর্ঘ অধ্যায় পার করেছেন তিনি। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রাক্তন এই নেতা।

স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কথায়, জনগণ যখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সক্রিয় রাজনীতিতে থাকার প্রয়োজনীয়তা তিনি আর দেখছেন না। তাঁর মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে সৌজন্য, মূল্যবোধ এবং সুস্থ বিতর্কের জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। অসৌজন্যতা, কুৎসা এবং অপপ্রচারের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচনী ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহু কাজ করলেও ভোটাররা নতুন বিকল্পের দিকে ঝুঁকেছেন। গণতন্ত্রে হার-জিত স্বাভাবিক বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তবে রাজনীতি থেকে দূরে গেলেও জনজীবন বা রাজনৈতিক আলোচনা থেকে পুরোপুরি সরে যেতে চান না স্নেহাশিস। তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে লেখালেখি বা মতামতের মাধ্যমে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে নয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, দলের জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব মত প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকলে হয়তো বর্তমান বিভাজনের পরিস্থিতি তৈরি হত না। যদিও দলীয় সংকটের মাঝেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি তিনি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র প্রশংসাও করেছেন স্নেহাশিস। তাঁর বক্তব্য, শুভেন্দু একজন অভিজ্ঞ ও লড়াকু রাজনৈতিক নেতা, যিনি দীর্ঘদিন জনসংযোগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বাংলার মানুষ তাঁর উপর আস্থা রেখেই দায়িত্ব দিয়েছে বলে মনে করেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

বিশেষ করে প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধী দলের বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। স্নেহাশিসের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী মতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে অতীতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও রাজনৈতিক চাপের অভিযোগের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। নতুন সরকারের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, অতীতের ভুল যেন পুনরাবৃত্তি না হয় এবং রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা হোক।

৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানার সিদ্ধান্তের মধ্যেও তাই স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্যে উঠে এসেছে আত্মসমালোচনা, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এক ধরনের আশাবাদ।

(৪ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গে সব কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল কংগ্রেস, বড় সংকট

তাদের সমর্থন করছেন।

ভারতের দলত্যাগবিরোধী আইনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকলে আলাদা অবস্থান নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দাবি, তারা সেই সীমা অতিক্রম করেছে। তারা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধীদলীয় নেতা করার প্রস্তাবও দিয়েছে। তবে একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলের প্রধান হিসেবে দেখতে চায় বলে জানিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিদ্রোহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাতিজা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবের বিরুদ্ধে এক বড় চ্যালেঞ্জ। ঋতব্রত অভিযোগ করেছেন, অভিষেক দলকে 'করপোরেট প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করছেন।

সংকট আরও বৃদ্ধি পায় যখন বহিষ্কৃত নেতারা অভিযোগ করেন, গুরুত্বপূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্তে কিছু বিধায়কের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক পরামর্শক সংস্থা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক) দলকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও অভিযোগ ওঠে।

সব মিলিয়ে ৬০ বিধায়কের সমর্থনের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ধরনের ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের ভেতরের এই সংকট সামাল দেওয়ার কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হচ্ছে।

আমি না থাকলে ইসরয়েলের অস্তিত্বই থাকতো না: ট্রাম্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তার ভূমিকা না থাকলে আজকের ইসরায়েলের অস্তিত্বই থাকতো না।

এ সময় তিনি আরও বলেন, ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনা এবং সম্ভাব্য যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফল।

সাম্প্রতিক এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাকে ইরান ইস্যুতে যুদ্ধে জড়াতে প্রভাবিত করেছেন- এমন অভিযোগ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তার ভাষায়, "তিনি (নেতানিয়াহু) আমাকে ফাঁদে ফেলেছেন? আমি-ই তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

ট্রাম্প দাবি করেন, তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে উদ্বেগের কারণে এই অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তার মতে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে বিরত রাখা।

তিনি আরও বলেন, "আমরা তাদের (ইরান) পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে দিতে পারি না।"

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, এসব অভিযোগ 'ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ'। তার ভাষায়, "তারা কিছুই বোঝে না।"

ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, ইরান ইস্যু নিয়ে তার উদ্বেগ নতুন নয়। প্রথম মেয়াদেই তিনি ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত ইরান পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করেন, যা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশাসনের অধীনে সম্পন্ন হয়েছিল।

তার দাবি অনুযায়ী, ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি তৈরি করতে পারে। তিনি বলেন, "এটা ইসরায়েলের বিষয়ও বটে, কারণ প্রথম আঘাত সম্ভবত তাদের ওপরই আসতো।"

সবচেয়ে বিতর্কিত মন্তব্যে ট্রাম্প বলেন, "আমাকে ছাড়া এখন আর ইসরায়েল থাকতো না।"

তার এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চলমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে।

(৩ পাতার পর)

নেত্রী মমতাই পরামর্শদাতা! অভিষেকের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, নতুন তৃণমূলের বার্তায় বাড়ল রাজনৈতিক চাপ

পরামর্শেই আমরা প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কাজ করতে চাই।" তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিদ্রোহী শিবির নিজেদের মমতা-বিরোধী হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে না।

অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, "বিধানসভার এই পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই।" এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সই-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, সেটিকেই বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরছে নতুন শিবির। তাদের দাবি, পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে হয়নি এবং সেই কারণেই দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত চিঠিও বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

নতুন পরিষদীয় দলের কাঠামোও ঘোষণা করা হয়েছে। আখরুজ্জামানকে মুখ্যসচেতক (Chief Whip) করা হয়েছে। পাশাপাশি জাভেদ আহমেদ খান, সাবিনা ইয়াসমিন, শিউলি সাহা এবং সন্দীপন সাহাকে উপ-দলনেতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁদের লক্ষ্য দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক বিরোধী রাজনীতি করা। সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপকে সমর্থন করার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে কঠোর বিরোধিতাও করা হবে। তাঁর দাবি, জনগণ তাঁদের বিরোধী আসনে বসার দায়িত্ব দিয়েছে, তাই সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাই তাঁদের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, বিধানসভার সই-বিতর্ক এবং তথাকথিত জাল স্বাক্ষর অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে অস্থিরতা বাড়তে শুরু করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে CID। ইতিমধ্যেই একাধিক বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, বিদ্রোহী শিবির যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতা হিসেবে রাখার প্রস্তাব সামনে আনছে, ঠিক সেই সময় কালীঘাটে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে আগামী দিনে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

নতুন পরিষদীয় দলের এই অবস্থান একদিকে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

সিনেমার খবর

‘পোশাক ধার করে শুটিং করেছিলেন মাধুরী’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৯৮৪ সালে ‘আবোধ’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হয় মাধুরী দীক্ষিতের। কিন্তু তার রুপালি জগতের শুরুটা ভালো হয়নি। অথচ সেই তিনি বক্স অফিস কাঁপানো সিনেমা আর চোখধাঁধানো নাচে ভক্তদের মন জয় করে নেন। ওই যে, কথায় আছে—প্রদীপের নিচে অন্ধকার। সেই আলোর পেছনের অন্ধকারের অধ্যায়টি অনেকেরই অজানা। আজকের এই গ্ল্যামারাস রানির ক্যারিয়ারের শুরুটা তাই মোটেই ভালো ছিল না। কারণ শুরুর পরে একের পর এক সিনেমা ফ্লপ গেছে।

কিছু ব্যর্থ সিনেমার মুখোমুখি হতে হয় অভিনেত্রীকে। এমনই এক কঠিন সময়ে একটি সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি, যেখানে চরম অর্থকষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছিল পুরো টিমকে। এমনকি সিনেমার প্রযোজকের কাছে নায়িকার মেকআপ বা পোশাকের ন্যূনতম কোনো বাজেট ছিল না। শেষ পর্যন্ত সহ-অভিনেতার স্ত্রীর পোশাক ধার করে শুটিং শেষ করতে হয়েছিল মাধুরী দীক্ষিতকে।

সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে ‘ধক ধক গার্ল’খ্যাত বলি অভিনেত্রী সেই সংগ্রামের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শেখর সুমন। অভিনেত্রী রেখার সঙ্গে ‘সংসার’ সিনেমায় কাজ করার পর মাধুরী একটি নতুন সিনেমার প্রস্তাব পান। সেই সিনেমার প্রযোজক সারভান সিং রাহুল তাকে জানান, মাধুরী দীক্ষিত নামে এক নতুন মেয়ে এ সিনেমার নায়িকা।

প্রযোজককে সঙ্গে নিয়ে অভিনেত্রীর বাড়িতে হাজির হন শেখর সুমন। প্রথম দেখাতেই মাধুরীর চোখধাঁধানো সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান শেখর এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে রাজি হন তিনি।

শেখর সুমন বলেন, সেই ছবির প্রযোজকের বাজেট ছিল খুবই কম। এতটাই টানাপোড়েন ছিল যে, তারা অনুরোধ করেছিলেন সিনেমার শুটিং যেন আমাদের বাড়িতেই করা হয়।

তিনি বলেন, সেই সময় মাধুরীর কাছে যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি ভাড়ার টাকাও ছিল না। তাই প্রতিদিন সকালে শেখর সুমন নিজে তার স্কুটারে করে মাধুরীকে বাড়ি থেকে শুটিং সেটে নিয়ে আসতেন এবং শুটিং শেষে আবার বাড়ি পৌঁছে দিতেন।

শেখর সুমন বলেন, প্রযোজকের মেকআপ আর্টিস্ট বা কস্টিউম ডিজাইনার রাখার মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই আমার স্ত্রী অলকা নিজ দায়িত্বে মাধুরীর মেকআপ করে দিতেন। শুধু তাই নয়, সিনেমার বহু দৃশ্যে মাধুরীকে আমার স্ত্রী অলকার ব্যক্তিগত পোশাক পরে অভিনয় করতে হয়েছিল।

কান উৎসবে ঐশ্বরিয়া, বিমানবন্দরে যেভাবে ধরা দিলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতি বছরের মতো এবারও কান চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে হাজির হচ্ছেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। তবে অভিনেত্রী একা নয়; সঙ্গে নিয়ে গেছেন মেয়ে আরাধ্যাকে। এবার দেখা যাবে কানের লালগালিচায় মা ও মেয়েকে।

যদিও গত কয়েক দিন ধরেই বলিউডের অন্দরে জোর চর্চা চলছিল— এবার কি কান-এ যাবেন না ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন? এমন নানা আলোচনার মাঝেই সম্প্রতি অভিনেত্রীকে তার মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে মুম্বাই বিমানবন্দরে দেখা গেছে এবং শোনা যাচ্ছে যে কান চলচ্চিত্র উৎসবেই যোগ দিতে যাচ্ছেন মা ও মেয়ে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের হয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এবার কানের মঞ্চে তাকে দেখা না গেলেও, অভিনেত্রী আলিয়া ভাটসহ অন্য তারকারা কানের রেড কার্পেটে হাঁটতে দেখা গেছে ওই প্রসাধনী ব্র্যান্ডের হয়ে প্রচার চালাতে গিয়ে। এমনকি ঐশ্বরিয়ার প্রচার করা ব্র্যান্ডের ভিডিওয়ে আলিয়ার মুখও দেখা গেছে।

এবার কানের উদ্দেশে অভিনেত্রীকে রওনা দিতে দেখে ভক্তরাও আনন্দে উচ্ছ্বসিত। মুম্বাই বিমানবন্দরের এমন একটি ঘটনা ঐশ্বরিয়াকেও অবাক করে দিয়েছিল। তার বেশ কিছু অঙ্গভঙ্গি মন জয় করে নেন ভক্ত-অনুরাগীদের। ঐশ্বরিয়াকে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেখে হঠাৎই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তির চটিও খুলে পড়ে যায় পা থেকে, যা দেখে ঐশ্বরিয়া খানিক থমকে যান। ইশারা করে জিজ্ঞাসা করেন এই চটিটা কার এবং তারপর পাপারাজ্জিদের একটু সাবধান হয়ে কাজ করতে বলেন।

এক ভক্ত ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে একটি ছবি তোলার অনুরোধ করলে তিনি রাজিও হয়ে যান। ক্যামেরায় পোজ দিয়ে পাপারাজ্জিদের হাত নেড়ে চলে যান। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সাবেক এ বিশ্বসুন্দরীর এই সৌজন্যবোধ মন জয় করে নিয়েছেন সবার।

সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি দেখে নেটিজেনদের অনেকেই বলেছেন, ঐশ্বরিয়া খুবই বড় মনের মানুষ। কেউ কেউ লিখেছেন— ঐশ্বরিয়া ছাড়া কান একেবারে অসম্পূর্ণ। আবার কেউ লিখেছেন—ঐশ্বরিয়া একাই নেটদুনিয়া কাঁপাতে প্রস্তুত।

কথা রাখলেন অক্ষয়, কাশ্মীরের সরকারি স্কুলে ১ কোটি রুপি অনুদান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘৯০ দশকের শুরুতে অভিনয়ে যাত্রা শুরু করেন প্রযোজক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ও খিলাড়িখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার। তিনি এখন পর্যন্ত ১০০টিরও বেশি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। দীর্ঘ তিন দশকের ক্যারিয়ারে অ্যাকশন, কমেডি ও সামাজিক সচেতনতামূলক সিনেমায় অভিনয়ের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। বলিউড অঙ্গনে তাকে 'খিলাড়ি কুমার' হিসেবে ডাকা হয়।

এর আগে কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী একটি সরকারি স্কুলে এক কোটি রুপি অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন তিনি। এ অনুদানের মাধ্যমে স্কুলটিতে আধুনিক শিক্ষা ভবন, নতুন ক্লাশরুম, লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীরা দারুণ উপকৃত হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজ উপত্যকার প্রত্যন্ত সীমান্ত গ্রাম নেরো তুলাইলে অবস্থিত এ সরকারি স্কুল একসময় জোরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। শিক্ষা উপকরণের অভাবে পাঠদানে ভাটা পড়েছিল। অভিনেতা অক্ষয় কুমারের উদারতায় আজ সেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের মুখে হাসির ফোয়ারা ফুটেছে।

যদিও এ খিলাড়িখ্যাত অভিনেতার এ মানবিক গুণাবলির পরিচয় এর আগেও পেয়েছে বলিউড। বিভিন্ন সময় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই তালিকায় যোগ হলো নতুন উদাহরণ। কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রাম নেরো তুলাইলে সরকারি স্কুলে এক কোটি টাকা অনুদান দিলেন অক্ষয় কুমার।

অভিনেতার দেওয়া অনুদানেই স্কুলের নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। ২০২১ সালে অক্ষয় বিএসএফের আমন্ত্রণে সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি উত্তর কাশ্মীরের এই নেরো গ্রামে যান। সেখানে গিয়ে স্কুলের বেহাল অবস্থা এবং পড়ুয়াদের সমস্যার কথা দেখে তিনি এক কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

পাঁচ বছর পর কথা রাখলেন অভিনেতা। অক্ষয়ের অনুদানে তৈরি হওয়া নতুন ভবনের নাম রাখা হয়েছে 'শ্রী হরি ওম ভাটিয়া এডুকেশন ব্লক'। অক্ষয়ের বাবা প্রয়াত হরি ওম ভাটিয়ার স্মৃতিতে তৈরি করা হয়েছে এ নতুন ভবন।

সেই ভবনে রয়েছে আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি এবং শিক্ষকদের জন্য আলাদা অফিস স্পেস। পাশাপাশি মিড-ডে মিল প্রকল্পের সুবিধাও উন্নত করা হয়েছে।

বিশ্বকাপে নিজেদের আন্ডারডগ মানতে নারাজ মরক্কো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফ্রিকা থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা দল মরক্কো। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে 'ই' গ্রুপে অপরাজিত থাকে তারা। আর এটাই প্রমাণ করে, কাতার বিশ্বকাপের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি এবারও করতে চায় অ্যাটলাস লায়নরা।

বড় বড় ফুটবলবোদ্ধাদের হিসাবনিকাশ উল্টে দিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে যায় তারা। আফ্রিকার প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে উঠে এসে গড়ে ইতিহাস। এই চমক-জাগানিয়া সাফল্যটা ছিল তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই ফসল। খুঁজে খুঁজে বের করে বিভিন্ন দেশে বড় হওয়া মরোক্কান প্রবাসী ফুটবলারদের দলে ভিড়িয়েই সাফল্য পেয়েছে তারা।

কাতার বিশ্বকাপে খেলা অনেক খেলোয়াড়কেই দেখা যাবে এবারের বিশ্বকাপেও। চার বছর আগের চেয়ে এবার তারা আরও অভিজ্ঞ, আরও পরিণত। তবে সেমিফাইনালে ওঠার স্মৃতি নিয়েই গত কয়েক বছর তারা জাবর কাটেনি। বিশ্বের আনাচ-কানাচে প্রতিভাবান মরোক্কান মেধাবী ফুটবলারদেরও খুঁজে বের করেছে তারা। সম্প্রতি তারা ফ্রান্সে বড় হয়ে ওঠা এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলা আইয়ুব বুয়াদ্দিকে মরক্কোর হয়ে বিশ্বকাপ খেলাটা নিশ্চিত করেছে।

ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে খেলা বুয়াদ্দির আগে ফুলহামের ডিফেন্ডার ইসা দিওপকেও মরক্কোর পতাকাতলে নিয়ে আসা নিশ্চিত করে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন। সব মিলিয়ে মরক্কো বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েই সেরা ফল আনতে চায়। এ ক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রেরণা হতে পারে মরক্কো অনূর্ধ্ব-২০ দলের বিশ্বকাপ জয়। গত অক্টোবরে চিলিতে হওয়া ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে হট ফেবারিট আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন মরোক্কান যুবারা।

সাধারণত ৪-১-৪-১ কিংবা ৪-৩-৩ ফরমেশনে খেলে থাকে মরক্কো। রক্ষণ জমাট রেখে দ্রুতই আক্রমণে উঠে আসার কৌশল দলটির। সুশৃঙ্খল ডিফেন্স মরক্কোর। সেই ডিফেন্স ভেঙে জালের ছোঁয়া পেতে যেকোনো দলকেই হিমশিম খেতে হবে। উইঙ্গার এবং ফরোয়ার্ডদের দ্রুতগতিতে পাল্টা আক্রমণেও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে দলটি। আক্রমণভাগের হাকিম জিয়েশ দলটির অন্যতম বড় তারকা। তাঁর সৃজনশীল পাস ও দূরপাল্লার শট দলকে আক্রমণে এগিয়ে রাখে। মাঝমাঠের সোফিয়ান আমরাবাত ধারে খেলেন ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। দলটির আলোচিত ডিফেন্ডার খেলেন পিএসজিতে। আর গোলবারের নিচে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় থাকবেন ইয়াসিন বোনো।

তবে যাঁর অধীনে চার বছর আগে ইতিহাস গড়েছিল মরক্কো, সেই কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই এবারের বিশ্বকাপে মরক্কো দলের সঙ্গে নেই। বিশ্বকাপ শুরুর মাস তিনেক আগেই পদত্যাগ করেন মরক্কোর ফুটবল ইতিহাসে অন্যতম সফল এই কোচ। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মোহাম্মদ ওয়াহবি।

সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে মরক্কো এখন আর শুধু আন্ডারডগ নয়। কাতারের রূপকথা পেছনে ফেলে তারা এখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত শক্তি হিসেবে প্রমাণ করতে প্রস্তুত।

২০২৬ বিশ্বকাপ শুরুর প্রায় মাস তিনেক আগে পদত্যাগ করেন কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই। তার উত্তরসূরি হয়ে আসেন মোহাম্মদ ওয়াহবি। বেলজিয়ামে জন্ম নেওয়া ওয়াহবির কাঁধে বিশ্বকাপের আগে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে মরক্কো অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে তাঁর সাফল্য। ৪৯ বছর বয়সী এই কোচের অধীনেই প্রথমবারের মতো গত বছর অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ জেতে মরক্কোর যুব দল। দেশটির ফুটবলপ্রেমীদের আশা, সিনিয়র দলকেও তিনি সাফল্য এনে দেবেন।

আশরাফ হাকিমি শুধু মরক্কোরই নয়, বিশ্বেরই এই সময়ের অন্যতম সেরা রাইট ব্যাক। স্পেনের মাদ্রিদে জন্ম হলেও হৃদয়ে সবসময় ধারণ করেছেন মরক্কোকে। রাইট ব্যাক হলেও মাঠে তাঁর দুরন্ত গতি, আক্রমণাত্মক ফুটবলের মানসিকতা চোখে পড়ার মতো। তার মাপা ক্রস প্রতিপক্ষের বক্সে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে স্পেনের বিপক্ষে টাইব্রেকারে তার প্যানেক্কা শট আজও ফুটবলপ্রেমীদের মনে গেঁথে থাকার কথা।

বিশ্বকাপের আগে আঙুল ভেঙেছে এমিলিয়ানো মার্তিনেজের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি মৌসুম শেষে চেলসির ইতিহাসের অন্যতম সফল ফুটবলার সিজার আজপিলিকুয়েতা অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। শুক্রবার (২২ মে) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তার এগারো বছরের ক্যারিয়ারে আজপিলিকুয়েতা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সব শিরোপা জেতেন। তিনি প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, লিগ কাপ, উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, উয়েফা ইউরোপা লিগ, উয়েফা সুপার কাপ এবং ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। চেলসির হয়ে তার ১৩টি বড় কাপ ফাইনাল খেলাও একটি ক্লাব রেকর্ড।

আজপিলিকুয়েতা ব্লুজদের হয়ে ৫০৮ বার মাঠে নেমেছেন। এর আগে ২০১৮-১৯ মৌসুমে তিনি ক্লাবটির অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। এছাড়া স্পেনের হয়ে ৪৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, ব্লুজ ছাড়ার পর অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে দুই বছর কাটান তিনি। এই মৌসুমে তিনি সেভিয়ার হয়ে খেলেছেন। ৩৬ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি খোলা চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিতে লেখা ছিল, প্রিয় ফুটবল, আজ আমি তোমাকে জানাতে চাই যে এই মৌসুমটিই একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে আমার শেষ মৌসুম। এতগুলো বছর ধরে আমার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার পর, আমার মনে হচ্ছে জীবনে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার সময় এসেছে।

তিনি বলেন, সত্যি বলতে, যদিও আমি এই মুহূর্তটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম, এই চিঠিটি লিখতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ২০টি মৌসুম পর আমার ক্যারিয়ারে অনেক মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ছোটবেলায় পামপ্লোনাতে আমার সহপাঠীদের সঙ্গে যখন আমি প্রথম বল লাথি মেরেছিলাম, তখন আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে সামনে এমন এক অসাধারণ যাত্রা অপেক্ষা করছে। আমি প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কৃতজ্ঞ। জয়, কঠিন পরাজয়, প্রতিকূলতা এবং সর্বোপরি এই পথে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং যে বন্ধুত্বগুলো গড়ে উঠেছে, তাদের জন্য।

তিনি উল্লেখ করেন, আমার সতীর্থ, কোচ এবং আমি যে ক্লাবগুলোর অংশ হতে পেরেছি সেখানকার প্রত্যেক স্টাফ সদস্য আমাকে প্রতিদিন একজন ব্যক্তি ও খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। সিএ ওসাসুনা, অলিম্পিক মার্সেই, চেলসি এফসি, অ্যাটলেটিকো ডি মাদ্রিদ, সেভিয়া এফসি-র জার্সি পরা এবং সবচেয়ে বড় মঞ্চে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়ে কোচের প্রতি কৃতজ্ঞ অস্ট্রেলিয়ান মিডফিল্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটে জর্জরিত একটি মৌসুম কাটানোর পরও বিশ্বকাপের স্কোয়াডে তার ওপর আস্থা রাখায় কোচ টনি পোপোভিচের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার মিডফিল্ডার ম্যাথিউ লেকি।

৩৫ বছর বয়সী এই ফুটবলার কাতার বিশ্বকাপে ডেনমার্কের বিপক্ষে গোল নকআউটে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর ছিলেন। গত এক বছর ধরে চোটের সঙ্গে লড়াই করা সত্ত্বেও, এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার চতুর্থ বিশ্বকাপে খেলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডিসেম্বরে নিতম্বের অস্ত্রোপচারের পর মেলবোর্ন সিটির এই খেলোয়াড় একটি কঠিন মৌসুম পার করেন, যা এ-লিগের দলটির হয়ে তার খেলার সুযোগ সীমিত করে দেয়। তবে এপ্রিলে তিনি আশাব্যঞ্জকভাবে ফিরে আসেন এবং উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের আগে ফ্লোরিডায় অস্ট্রেলিয়ার প্রশিক্ষণ শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

চোটের বাধা সত্ত্বেও লেকি বলেছেন, আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার জন্য তার আত্মবিশ্বাস এবং সংকল্প কখনও ম্লান হয়নি।

২২ মে সাংবাদিকদের লেকি বলেন, এটা একটা হতাশাজনক সময় ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মধ্যে সবসময় এই মানসিকতা ছিল যে আমি ফিরতে পারব। চোট না থাকলে আমি যখন মাঠে থাকি, তখনও ভালো অবস্থায় থাকতে সক্ষম। আমার মনে হয় না আমি কোনোভাবে ধীর হয়ে যাচ্ছি এবং মূল বিষয় হলো ফিট থাকার চেষ্টা করা। আমি ফিট থাকলে এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে।

অস্ট্রেলিয়া ১৩ই জুন ভ্যাঙ্কুভারে তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে এবং এরপর সহ-আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR